ধ্বনি ও বর্ণ

১। ধ্বনি কাকে বলে ?

উ:- মানুষ তার বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থপূর্ণ আওয়াজ বের করে বা কান দিয়ে শোনে, তাকে ধ্বনি বলে ।

২। বাগ্‌যন্ত্র কাকে বলে ?

উ:- আমরা মুখ দিয়ে, কখনো-কখনো নাক দিয়ে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করি, সেগুলি মুখের বিভিন্ন অংশ থেকে বেরিয়ে আসে । এই অংশগুলিকে বলা হয় বাগ্‌যন্ত্র ।

৩। বর্ণ কাকে বলে ?

উ:- ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ । যেমন -- অ, আ, ক, খ ইত্যাদি ।

৪। ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য লেখো ।

উ:- ক) ধ্বনি কানে শোনা যায় । আর বর্ণ চোখে দেখা যায় ।

খ) ধ্বনি উচ্চারিত হয় । কিন্তু বর্ণ লিখে প্রকাশ করা হয় ।

৫। ধ্বনি কয় প্রকার ও কী কী ?

উ:- ধ্বনি দুই প্রকার । ক) স্বরধ্বনি খ) ব্যঞ্জনধ্বনি

৬। স্বরধ্বনি কাকে বলে ?

উ:- কোনোরূপ বাধা ছাড়াই যে সব ধ্বনি মুখের ভিতর থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে, তাকে স্বরধ্বনি বলা হয় ।

৭। ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে ?

উ:- যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া একা-একা উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয় ।

৮। স্বরধ্বনি কয় প্রকার ও কী কী ?

উ:- স্বরধ্বনি তিন প্রকার । ক) হ্রস্বস্বর খ) দীর্ঘস্বর গ) যৌগিকস্বর

৯। হ্রস্বস্বর কাকে বলে ?

উ:- যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে, তাকে হ্রস্বস্বর বলে । যেমন:- অ, ই, উ, ঋ

১০। দীর্ঘস্বর কাকে বলে ?

উ:- যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে বেশি বা দীর্ঘ সময় লাগে, তাকে দীর্ঘস্বর বলে । যেমন:- আ, ঈ, ঊ, এ, ও

১১। যৌগিকস্বর কাকে বলে ?

উ:- উচ্চারণের দ্রুততার কারণে যখন দুটি স্বরধ্বনি মিশে যায়, তখন তাকে যৌগিকস্বর বলে ।

যেমন:- ঐ=অ+ই/ ও+ই

ঔ=অ+উ/ ও+উ

১২। বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী ?

উ:- বর্ণ দুই প্রকার । ক) স্বরবর্ণ খ) ব্যঞ্জনবর্ণ

১৩। স্বরবর্ণ কাকে বলে ?

উ:- যে বর্ণ বা বর্ণগুলি নিজে নিজেই উচ্চারিত হয় অথবা কোনো বর্ণের সাহায্য না নিয়েই নিজে

থেকে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বলে । যেমন:- অ, আ, ই ইত্যাদি

১৪। ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে ?

উ:- যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলে । যেমন:- ক, খ, গ ইত্যাদি

১৫। স্বরবর্ণের সংখ্যা কটি ?

উ:- স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি ।

১৬। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কটি ?

উ:- ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৪০টি ।

১৭। বর্ণমালা কাকে বলে ?

উ:- স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে ।

১৮। বর্ণমালার সংখ্যা কটি ?

উ:- বর্ণমালার সংখ্যা ৫১টি ।